

শেষ বারের মতো ~

🖋️ "কলমে - অর্ণব সামন্ত" 😊 ✨



AR. Creation



/শেষ বারের মতো/



সময়টা কেমন যেনো নদীর স্রোতের মতো তাইনা, আটকে রাখা যায় না। আটকে রাখা যায় না বলেই, হয়তো সময়ের মূল্য এত বেশি। এই সময়ের খামখেয়ালিপনার জন্য কিছু মানুষ আমাদের জীবনে আসে, আবার কিছু মানুষ আমাদের জীবনের স্মৃতি নামক অধ্যায়ে চিরতরে বন্দী লাভ করে। আপনার স্মৃতি নামক অধ্যায়ে কেউ বন্দী আছে না কি?! আমি তো আমার স্মৃতির পাতায় কিছু জনকে বন্দী করে রেখেছি.....।

- এই দেখুন কথায় কথায় পরিচয়টাই দেওয়া হলো না.... আমি অবিন,..... অবিন রায়চৌধুরী। পেশায় সামান্য একজন কর্মচারী, মাসের শেষে হাজার দশেক মাইনে পাই, তাই নিয়ে কোনো ক্রমে জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম।--না না আমি কোনো লেখক নই, আসলে আমার জীবনটাই একটা গল্পের বিশাল এক অধ্যায়ের নিমিত্ত মাত্র।

যে অধ্যায়ের ভূমিকায় সে ছিল, কিন্তু উপসংহারে ছিলাম একমাত্র আমি।- না না সে আমায় ছেড়ে যায়নি, সময়ের হাস্যকর পরিবর্তনের উল্লেখ্য কিছু ঘটনার কারণে সময় নিজেই তাকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের লেখা একটা গানের লাইন মনে আছে?!.."আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে আমি পাইনি ...তোমায় ..দেখতে আমি পাইনি.." হুম্ সে আমার হিয়ার মাঝে ছিল কিন্তু আমি দেখতে পাইনি, আসলে সত্যি বলতে আমি তাকে অনুভব করতে পারিনি, তাই সে আমার অচেতনতার অবতলে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে আজও।

-- মনটা কেমন যেনো প্রশ্ন তৈরি করছে তাইনা..... যে " কে সে, কেনো সে আমার কাছে নেই, কেনোই বা সে ফিরে আসেনি! " তাইতো।

না নাম বলবো না ,কাছের মানুষের নাম ভরা ভিড়ে নিলাম করার আদর্শে আমি নেই।

আমি তার চোখে হারাতামনা না ফিল্মের চার দেওয়ালের মধ্যকার হিরো - হিরোইনদের মতো নয় আমাদের গল্পটা।আমি তার চোখের স্নিগ্ধতাতে হারাতাম।তাকে পেতে চাইতাম বার বার।কিন্তু কখন তাকে পাওয়ার আশাটা, আমার আশঙ্ক্যতে পরিনত হয়েছে,তার জ্ঞান আমার ছিলো না।

ঘটনাটা বছর..... পাঁচিশ আগের।ভালবাসতাম তাকে,সে আমার জীবনে কোনো সিনেমার নায়িকার মত আসেনি ঠিকই,তবে তাকে রুবি রয় বা বেলা বোস ভাবে আমার কোনো আপত্তি নেই।
-- ও ভীষন চাপা স্বভাবের ছিলো।

তখন থেকে " ও, সে" করে যাচ্ছি,তাই অহেতুক একটা বেরোঙিন ভাব তৈরি হচ্ছে তাইনা।আসলে গল্প লেখার অভ্যেস তো নেই.....তাই আর কি! । ওকে আমি কাছে টেনে অঙ্কি বলে ডাকতাম। গল্পে এই নামটাই নাহয় ওর স্থানটা উল্লেখ করবে।.... চলো গল্পে ফেরা যাক....।

অঙ্কি এমনই একটু চাপা স্বভাবের ছিলো প্রথম থেকে।আসলে আমি বুঝতে অক্ষম ছিলাম যে ,, ওর অভিমানটাও ওর ভালোবাসার মত তীব্র ছিলো ।সে আমায় ছেড়ে যায়নি ,আমার ভাগ্য তাকে আমার থেকে দূরে যেতে বাধ্য করেছে । ও প্রথম থেকেই বেশি একটু পসেসিভ ছিলো , আমাকে হারাতে ভয় পেতো ।আমার বাড়িতে প্রথম থেকেই সব জানতো।কিন্তু সব শেষ হওয়া শুরু হলো যেদিন ওর বাড়িতে সব ঘটনার মুক্তি ঘটলো। ও আমাকে ভালোবাসতো এটা সত্যি ,তেমন এটাও সত্যি যে অঙ্কি বাবাকেও ভীষন ভাবে ভালোবাসতো,আর এটাই উচিত।

-- তো সব জানার পর ওর বাবা আমার সাথে যোগাযোগ করে আমার সামনে একটা প্রশ্ন তুলে ধরেন"" তোমার যোগ্যতা কি ???""।।।। আমি এখানেই হেরে বসে আছি ।আমার যোগ্যতা..... না আমি যোগ্য নয়।কিন্তু যোগ্য হওয়ার জন্য এবার আমাকে এই জীবনের লস্কা দৌড়ে নামতেই হতো।

অনেক খোঁজার পর শেষে আমি একটা পোস্টমেনের চাকরি পেলাম।---- যেটার বেতনে হয়তো স্বপ্ন পূরণ করা যায়না ,কিন্তু জীবনের নূন্যতম চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারতাম।কিন্তু আমি তাতেও অক্ষির যোগ্য হতে পারতাম না।।। ওদের জীবন আলাদা,ওদের চাহিদা আলাদা , না জেনেই ওকে ভালোবেসে ছিলাম।তাই ওকে না জানিয়েই ওর সাথে দূরত্ব বাড়ালাম। ও call করলে receive করতাম না, রাস্তা-ঘাটে উপেক্ষা করে চলতাম।

এভাবেই মাস তিনেক চললো ।তারপর একদিন বিষণ্ণ মুখ নিয়ে আমার বাড়িতে এলো । আমার সামনে এসে দাড়াতে আমি অনুভব করলাম ওর চোখ যেনো বার বার এটাই বলছিলো - " এটা কি খুব দরকার ছিলো?".... কিন্তু আমার কাছে কোনো উত্তর ছিল না।তাই ওর চোখের দিকে অপলক আঁক্ষি দিয়ে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ ভ্রমটা ভাঙলো যখন আমার হাতে একটা লাল কার্ড দিয়ে বল্লো,সামনের মাসে আমার বিয়ে। এতক্ষন চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখা জলটা আড়াল থেকে বেরিয়ে বিষণ্ণতার প্রমাণ দিলো।চুপ করে রইলাম আমি,মনে হলো হাজার মানুষের ভিড়ে আমি একা ।

আমার ওপর অভিমান করে ,অক্ষি বিয়েতে রাজি হয়ে গেছে, ও ওর বাবার পছন্দ করা ছেলেকেই বিয়ে করবে।।।।। .. পাশ থেকে বয়ে যাওয়া হালকা স্নিগ্ধ বাতাস যেনো আমার সারা শরীরকে হিম শীতল করে দিলো।বিষণ্ণতার আড়ালে থাকা ক্লান্ত শরীর ,ভেজা চোখ নিয়ে আমি ওখান থেকে সরে এলাম ।নিজেকে বোঝালাম - এটা তো হওয়ারই ছিলো.....।

আমার ধূসর অস্পষ্ট রাতগুলো আমার বদ্ধ কেবিনেই কাটাতাম। দিনের শুরুটা করতাম একটা হাসির মুখোশ পরে,কিন্তু দিনের শেষে গোধূলির হালকা লাল আলো,ভেজা ইউনিফর্ম,ক্লান্ত শরীর বার বার তার কথা মনে করানোর অজস্র পরিশ্রম করে যেত।

এভাবেই দিন কয়েক পর হঠাৎ এক সন্ধ্যাতে কনের বেশে হাপাতে হাপাতে আমার মা এর সামনে এসে দাঁড়ালো।মা আমাকে ডেকে পাঠালো।বাড়ি ফিরে এই কাল্ড দেখে আমি অবাক ।তার মানে আমি যা ভাবছি তাই ঠিক। ও বিয়েটা না করে আমার কাছে চলে এসেছে।।।।।

- ও আবার প্রমাণ করলো ওর ভালোবাসা নিখাদ।

- আমিও আমার কাপুরুষতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ওর হাতটা শক্ত করে ধরলাম।

মা বিশ্বাস করতো একদিন না একদিন অঙ্কির বাবা ঠিকই মেনে নেবে।তাই আমিও ওকে আমার অর্ধাঙ্গিনী করে আমার বাড়িতে রাখার নির্ণয় নিলাম।

সেই দিন রাতেই ওর সাথে বিয়ের সব রীতিরেওয়াজ সারার পর ওকে আমার রুমে বস করিয়ে রেখে ,মা এর কাছে আলমারির চাবিটা নিয়ে ,ফিরে এসে দেখি ও ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর ঘুমন্ত চেহারায় যেনো হাজারটা চিন্তার ছাপ,তাও ঠোঁটের কোণে মিষ্টি একটা হাসি,।আমি ওর ওই হাসিটার কারণ হতে চেয়েছিলাম.....। ওসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার চোখটা পড়লো ওর বাম হাতে ধরা কাগজটার ওপর। বেচারি এতো ক্লান্ত কাগজটাকে টেবিলে রাখার শক্তিক্ষয়ও করতে পারেনি।ক্লান্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক।তাই আমিই ওর হাতের কাগজটা নিয়ে টেবিলে রাখতেই যাচ্ছিলাম ,কি মনে হলো জানিনা ,আমি কাগজের ভাঁজটা খুললাম।বেশি কিছু না ,তিনটে লাইন লেখা ছিলো --

""আমি তোমাকে যতটা ভালোবাসি বাবাকেও ততটাই ভালোবাসি
আমি বাবার ঘৃণার কারণ হতে পারবোনা
পারলে ক্ষমা করো।"

বাম হাতের এই চিঠি ,আর ডান হাতের কাঁচের শিশি দেখার পর পুরো ঘটনাটা আমার কাছে স্পষ্ট।আমি হালকা হেসে, মাকে ডাকলাম।ডেকে বললাম ,ওর বাবাকে খবর দিতে।ওর বাড়ির সবাই এলো।আমার সব থেকে খুশি হওয়ার দিনটা যে এত শীঘ্রই আমার সবথেকে কালো দিনে পরিনত হবে বুঝতে পারিনি।

অঙ্কি তার বাবাকে বুঝিয়ে দিলো টাকা সুখ কিনতে পারে না,আমি আবার অঙ্কির চিন্তাধারার কাছে হার মানলাম। ও আমাকে ভালবাসতে শিখিয়ে ,আমাকে ভালবাসার সুযোগটুকু দিলো না।.....

আজ অনেক বছর কেটে গেছে, অঙ্কি আজও আমার মনে নিজের জায়গাটা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে,,,

এই যে আমার বুক পকেটে রাখা ছোট্ট পাসপোর্ট সাইজের ছবিটা দেখছেন এটাই অঙ্কি। আজ এত বছর এই ছবিটা বুকের কাছে নিয়ে বেঁচে আছি। কিছু কিছু মানুষ আমায় পাগল ভাবে, কিন্তু আপনি অতসবে কান দেবেন না।..... আসলে আমিও চাই আমার মনের কথা গুলো কেউ মন দিয়ে শুনুক। কিন্তু কেউ শুনতে চাইনা। তাই প্রতিদিন আয়নার সামনে দাড়িয়ে এই কথা গুলো আপনাকে শোনাই।

আমার এই ঊনষাট বছরের জীবন অভিজ্ঞতায় আমি এটুকু অন্তত বুঝেছি, আমরা সবাই সময়ের বেড়াজালে বাঁধা। আমি তাকে হারিয়েও তাকে ভালোবাসিবার বার ভাঙ্গা সত্বেও নিজেকে এটাই শোনাই যে....

"খুব কালো রাত
হাজার আঘাত
কিংবা চেনা ছন্দে,
চাইছি তোকে ব্যাস্ত ঝাঁকে
তোর আবেগের গন্ধে ""

সে যাই হোক, প্রিয় আমি..... আজকের জন্য এটুকুই। কাল আবার একটা গল্প শোনাবো।☺



~সমাপ্তি~